মুজিবনগরে ভৈরব নদীতে অবৈধ চায়না দুয়াড়ি জাল আটক ও বিনষ্ট

বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নে জাটকা বিরোধী/চিংড়ি পুশ/অবৈধ জাল/অবৈধ বাঁধ অপসারণ বিষয়ক মোবাইল কোর্ট ও অভিযান পরিচালনা করেছে জেলা মৎস্য অধিদপ্তর।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১১ টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার ভৈরব নদীতে পেতে রাখা অবৈধ কারেন্ট জাল ও চায়না দুয়াড়ি জালের অপসারণে অভিযান পরিচালনা করে ভ্রাম্যমান আদালত।

জেলা মৎস্য অফিসার (ভারপ্রাপ্ত মৎস্য অফিসার মুজিবনগর) মীর মোহাম্মদ জাকির হোসেন এর নেতৃত্বে অভিযানে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন, মুজিবনগর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুস সাদাত রত্ন।

এসময় নদীতে পেতে রাখা অবৈধ চায়না দুয়াড়ি জালগুলো অপসারণ করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়।এ সময় অবৈধ জাল পাতার অপরাধে একজনকে আটক করে ২০০ টাকার জরিমানা করে ভ্রাম্যমাণ আদালতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

জেলা মৎস্য অফিসার (ভারপ্রাপ্ত মৎস্য অফিসার মুজিবনগর) মীর মোহাম্মদ জাকির হোসেন বলেন, অবৈধ চায়না দুয়ারী এবং কারেন্ট জলের কারণে ভৈরব নদীতে মাছের প্রজনন ও বংশবিস্তারে বিরূপ প্রভাব পড়ছে ওই জালে মাছ বা অন্য কোন প্রাণী প্রবেশ করলেই সে মারা যায় এভাবেই ভৈরব নদীর তে মাছের যে জীববৈচৈত্র বা দেশীয় প্রজাতির মাছের বংশবিস্তার ব্যাপক হারে কমে আসছে। তাই মৎস্য অফিস এইসব অবৈধ কারেন্ট জাল ও চায়না দুয়াড়ির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করছে। সেই সাথে মাছের জীববৈচিত্র্য রক্ষার্থে জনগণকেও সচেতন করা হচ্ছে। এই অবৈধ জালের বিরুদ্ধে মৎস্য অফিসের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ভৈরব নদীতে জেলা মৎস্য অফিসের অভিযানে ভ্রাম্যমান আদালতকে সহযোগিতা করেন, মুজিবনগর থানার এসআই সজীব এর নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম। উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা মৎস্য অফিসের ক্ষেত্র সহকারী আহসান হাবিব। অফিস সহকারী খালিদ হাসান পলাশ।

গাংনী উপজেলা স্বস্থ্য কমপ্লেক্স, কাংখিত চিকিৎসা পাচ্ছেনা উপজেলাবাসী

জনবল ও চিকিৎসক সংকটে জোড়াতালি দিয়ে চলছে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলা স্বস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসা সেবা। প্রায় চার লক্ষাধিক মানুষের চিকিৎসার একমাত্র ভরসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসক সংকট থাকায় কাঙ্খিত চিকিৎসা পাচ্ছেননা এমন অভিযোগ উপজেলাবাসীর। জনবল সংকটের কারনে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি চলছে জোড়াতালি দিয়ে। চিকিৎসা দিতে গিয়েও হাপিয়ে উঠছেন চিকিৎসকরা। অত্যাধুনিক অপারেশন থিয়েটার থাকলেও ডাক্তারের অভাবে তা বন্ধ। ফলে কোন কাজে আসছেনা প্রায় কোটি টাকা মুল্যেও অপারেশন থিয়েটার। তবে কর্তৃপক্ষ বলছেন এ সমস্যার সমাধান খুঁজে পাচ্ছিনা। অনেক কষ্ট করেই চালাতে হচ্ছে চিকিৎসা কার্যক্রম।

জানা গেছে, মেহেরপুরের তিনটি উপজেলার সবচেয়ে জনবহুল উপজেলা গাংনীবাসীকে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়। কিন্তু সে মোতাবেক জনবল ও চিকিৎসক দেয়া হয়নি।
স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটিতে ১০ জন জুনিয়র কনসালটেন্ট সহ মোট ২১ জন চিকিৎসক থাকার কথা থাকলেও এ হাসপাতালে রয়েছেন মাত্র ১১ জন। যদিও খাতা-কলমে দায়িত্ব পালন করছেন ১২ জন। জুনিয়র কনসালটেন্ট (সার্জিক্যাল) একজন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ডেপুটিশনে রয়েছেন।

এছাড়াও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দু’টি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জেনারেটর থাকলেও তা বন্ধ রয়েছে দীর্ঘদিন। বিদ্যুৎ চলে গেলেই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হয়ে ওঠে অন্ধকারচ্ছন্ন। মোবাইলের লাইট জ্বলিয়ে দিতে হয় চিকিৎসা সেবা।

অপরিচ্ছন্নতা, ওয়ার্ডে পানি ও বিদ্যুতের সমস্যা, ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত বাথরুমসহ নানা সমস্যা রয়েছে স্বাস্থ্য

কমপ্লেক্সটিতে।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিসংখ্যান কর্মকর্তা মো: মনিরুল ইসলাম জানান, ১৯৬৮ সালে নির্মিত হয় গাংনী উপজেলা ৩১ শয্যার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি। উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন, একটি পৌরসভাসহ অন্তত সাড়ে চার লাখ মানুষের স্বাস্থ্যসেবার একমাত্র সরকারি হাসপাতাল এটি। ২০০৮ সালে ৩১ শয্যার হাসপাতালটি ৫০ শয্যায় উন্নীত হলেও সেবার মান আজও বাড়েনি। দেয়া হয়নি চাহিদা মতো জনবল ও চিকিৎসক।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, হাসপাতালে মোট ১০টি জুনিয়র কনসালটেন্ট চিকিৎসকের পদ থাকলেও খাতা-কলমে রয়েছেন ৪ জন। আর হাসপাতালে কর্মরত রয়েছেন ৩ জন। বাকি ১ জন অন্যত্র ডিউটিতে থাকেন। একজন এনস্থেসিয়া থাকলেও হাসপাতালে তার দেখা পাওয়া ভার। সার্জিক্যাল কনসালটেন্ট না থাকায় বন্ধ অপারেশন।

গাইনী, চক্ষু, অর্থপেডিক্স, কার্ডিওলজি, ইএনটি (নাক কান গলা) এবং চর্ম যৌন রোগের জন্য অতিব গুরুত্বপূর্ণ কনসালটেন্ট চিকিৎসকের পদ থাকলেও পদগুলি দীর্ঘদিন শুন্য থাকায় গাংনীবাসী কাঙখিত চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

২০২৩ সালের জানুয়ারীতে ইলেক্ট্রিশয়ানের(জুনয়র মেকানিক) পদটি মৃত্যু জনিত কারনে শূন্য হলেও আজও ইলেক্ট্রিশিয়ান দেয়া হয়নি ফলে হাসপাতালে বৈদ্যতিক ত্রুটি হলেই ফ্যান লাইটসহ সব যন্ত্রপাতি বন্ধ হয়ে যায়। হাসপাতাল হয়ে পড়ে ভুতুড়ে অবস্থা। ৩টি অফিস সহকারির পদ থাকলেও সবই শুন্য। ওয়ার্ড বয় পদ ৩টি এ পদই ২০২২ সাল থেকে রয়েছে শুন্য। ২০২১ সাল থেকে ২জন নৈশ্য প্রহরীর পদ থাকলেও দুটি পদই শুন্য। ৫জন পরিচ্ছন্নতাকর্মীর পদ থাকলেও মাত্র ১জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী রয়েছেন। তিনিও ঠিকমতো হাসপাতালটিতে আসেননা বলে অভিযোগ রোগী সাধারনের। মশালচি(কুক) পদে দুটি পদ থাকলেও আছে ১জন। ফলে ভর্তি রোগীদের খাবার সরবরাহ একার জন্য খুবই মুশকিল হয়ে পড়ে। রোগীদের সময়মত খাবার সরবরাহ করতে পারেনা।

হাসপাতালে প্রতিদিন তিন থেকে চার শতাধিক রোগী চিকিৎসা সেবা নিতে আসেন। ভর্তি হন ৩৫-৪০ জন। চিকিৎসা দিতে না পারায় বেশিরভাগ রোগীকে উন্নত চিকিৎসার কথা বলে জেলা হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়।

গত বছর ২০২৩ সালের জানুয়ারী থেকে ৩০ ডিসেম্বও প্রর্যন্ত এ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বহির্বিভাগে চিকিৎসা নিয়েছেন ১ লক্ষ ৭

হাজার ২৪৩জন। চলতি বছরের জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বহির্বিভাগে চিকিৎসা নিয়েছেন ৫০ হাজার ২৯৪ জন রোগী।

হাসপাতালের একমাত্র এক্স-রে মেশিনটি মাঝে মধ্যে ঠিক হলেও ফিল্ম থাকে না। দুটি অপারেশন থিয়েটার থাকলেও চিকিৎসকের অভাবে অব্যবহৃত পড়ে থাকে বছরের পর বছর। প্যাথলজি বিভাগ থাকার পরও পরীক্ষা- নিরীক্ষার জন্য রোগীদের বাইরের ক্লিনিকে পাঠানো হয়।

হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা উপজেলার লক্ষী নারায়নপুর ধলা গ্রামের বিলকিস খাতুন জানান, জরুরী বিভাগ থেকে ডাক্তার রোগের কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বাইরে থেকে করিয়ে আনতে বলেন। আমরা গরীব মানুষ। টাকা দিয়ে বাইরে থেকে টেস্ট করানোর অবস্থা নেই। হাসপাতালের যন্ত্রপাতি ও ডাক্তার থাকলে আমাদের খুবই উপকার হতো। তিনি আরও জানান,১২টা বাজলে আর কোন পরিক্ষা করানো হয়না হাসপাতালে। তখন রোগীরা নিরুপাই হয়ে প্রাইভেট ক্লিনিক বা ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে পরিক্ষা করাতে হচ্ছে।

অসুস্থ মাকে নিয়ে হাসপাতালে আসা কাথুলী গ্রামের আরজিয়া খাতুন বলেন, সকাল ৮টার দিকে হাসপাতালে এসেছি। সাড়ে ১১টা বাজলো। রোগীদেও অনেক ভীড়, এখনও আমার রোগী দেখলো না। সেবা নিতে এসে আমরা সেবা পাচ্ছি না।

উপজেলার আমতৈল গ্রামের আব্দুর রহমান বলেন, পেটের সমস্যা নিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যাই। কিন্তু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক না থাকায় মেডিকেল অফিসার ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন। কিন্তু ওষুধ খেয়ে অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি।

বাঁশবাড়িয়া গ্রামের সাইদুল ইসলাম জানান, তিনি পায়ের ক্ষত নিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিতে যান। সার্জারি বিভাগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক না থাকায় তাকে ১২ কিলোমিটার দুরে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে যেতে হয়েছে।

এ বিষয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার সুপ্রভা রানী বলেন, হাসপাতালটি ৫০ শয্যায় উন্নীত হলেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল বাড়ানো হয়নি। ১১জন চিকিৎসক দিয়ে চলছে চিকিৎসা সেবা। প্রতিদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রোগীদের ভীড় থাকে। এসকল রোগীদেও চিকিৎসা দিতে গিয়ে চিকিৎসকরা হিমশিম খেয়ে যায়। হাসপাতালে চিকিৎসক, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির জনবল সংকট রয়েছে। জরুরী ভিত্তিতে শূন্য পদে জনবল ও চিকিৎসক পূরণ হলে চিকিৎসা সেবা

দেয়া সম্ভব।

গাংনীতে এইচএসসি পরীক্ষার্থী নিখোঁজ, থানায় জিডি

বাড়ি থেকে বই কেনার জন্য বের হয়ে আর ফিরে আসেনি এইচএসসি পরীক্ষার্থী আকাইদ ইসলাম আকাশ (১৮)।

আকাইদ ইসলাম (আকাশ) গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের পীরতলা গ্রামের আমিনুল ইসলামের ছেলে। সে গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজের চলতি বছরের এইচএসসি পরীক্ষার্থী। আজ মঙ্গলবার (৯ জুলাই) তার আইসিটি পরীক্ষা।

আকাশের পিতা আমিনুল ইসলাম জানান, গতকাল সোমবার বিকেলে বই কেনার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বামন্দীর উদ্দেশ্যে বের হয়ে আসেন। তারপর থেকে সে বাড়ি ফিরে আসেনি। বতর্মানে সে নিখোঁজ। আত্মীয় স্বজন থেকে শুরু করে সম্ভাব্য সকল স্থানে খোঁজা খুজির পরেও পাওয়া যায়নি। বিষয়টি খোঁজ খবর নেয়ার জন্য গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম নিখোঁজ আকাশের গ্রামের বাড়িতে যান। তিনি বলেন, আজকে তার আইসিটি পরীক্ষা। আমার ধারণা, ছেলে আর ভালো অবস্থায় নেই। তাকে অপহরণ করেছে দুর্বৃত্তরা।

এব্যাপারে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম বলেন, খবরটি শোনার পর ওই বাড়িতে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এছাড়া নিখোঁজের পরিবারের পক্ষ থেকে সাধারণ ডাইরি (জিডি) করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

মুজিবনগরে মারধর ও বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় মামলা দায়ের আটক ২

মুজিবনগরে গত রবিবার বিকেলে শিবপুর গ্রামের হামাদুল ইসলাম এর ছেলে শহিদুল ইসলামকে কেদারগজ বাজারে মারধর এবং পরবর্তীতে শিবপুর গ্রামে শহিদুল ইসলামের বাড়িতে ভাঙচুরের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় ২ আসামি কুদ্দুস শেখ ও তার ছেলে তন্ময় শেখ কে গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

অভিযোগকারী শহিদুল ইসলামের এজাহার সূত্রে জানা গেছে পূর্ব বিরোধের জের ধরিয়া রবিবার বিকাল ৪ টার সময় ০১নং আসামী ইমান শেখ হাতে লোহার রড নিয়ে আমাকে কেদারগঞ্জ বাজারের ব্রীজের উপর দেখতে পেয়ে অতর্কিতভাবে হামলা করে এলোপাতাড়িভাবে মারতে থাকে। মারপিট দেখে আমার খালোতো ভাই শিবপুর গ্রামের জিনারুল গাজীর ছেলে মোরশেদ আলম (৩০) ঠেকাইতে গেলে ইমান শেখ তার হাতে থাকা লোহার রড দিয়ে খুন করার উদ্দেশ্যে মাথায় আঘাত করতে গেলে আঘাতটি তার ডান হাতের কব্জির উপর লেগে গুরুতর হাড়ভাঙ্গা জখম হয়। আমাদের চিৎকারে আমিসহ বাজারের লোকজন আমার খালাতো ভাইকে তার হাত থেকে উদ্ধার করে গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য মেহেরপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে যাই।

পরবর্তীতে শিবপুর গ্রামের ইমান শেখ (৫৩), পিতা-মৃত আমির শেখ, লাল্টু শেখ ও (রান্টু)(২৭), পিতা-রহিম শেখ (ভরা শেখ), শাহাবুদ্দিন শেখ (৪২), পিতা-আমির শেখ, সিয়াম শেখ(২০), পিতা- শাহাবুদ্দিন শেখ, গিয়াস শেখ (৪০), পিতা-আমির শেখ, কুদ্দুস শেখ(৫৩), পিতা-মৃত খেদের শেখ, তনয়ে শেখ (২১), পিতা- কুদ্দুস শেখ এক জোট হয়ে ।

উক্ত ঘটনার জের ধরে রবিবার সন্ধা ৬ সময় সময় আমার অনুপস্থিতিতে হাতে লোহার রড, বাঁশের লাঠি, কাঠের বাটাম, হাসুয়া নিয়ে পরিকল্পিতভাবে আমার বসত বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করে আমার পরিবারকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করিতে থাকে। আমার মা হামিদ্য খাতুন(৫০) আসামীদের নিষেধ করিলে তারা আমার মাকে এলোপাতাড়িভাবে কিল-ঘুষি মেরে নীলা ফোলা জখম করে আসামী লাল্টু শেখ (৫) রান্টু আমার বসত

ঘরের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে ওয়্যারড্রপের ড্রয়ার হইতে একটি ১২ আনা ওজনের স্বর্ণের চেইন, যাহার মূল্য অনুমান ৮০,০০০/- টাকা বের করে নেয়। আমার পরিবার চিৎকার করলে আশেপাশের লোকজনদের আসতে দেখে আসামীগণ আমাদের প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে চলে যাওয়ার সময় আমার বসত ঘরের দুইটি জালানার থাই গ্লাস ভেঙ্গে অনুমান ৪০,০০০/- টাকার ক্ষতি সাধন করে।

এ বিষয়ে মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম গাইন বলেন ইমান আলি মেহেরপুর জেলা সন্ত্রাসী তালিকার ১১৯ নম্বর। তার এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এই এলাকাকে অস্থিতিশীল করতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন। জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নেতৃত্বে জেলায় যে শান্তির সুবাতাস বইছে সেই শান্তিকে যাতে কেউ বিনষ্ট না করতে পারে এবং এই ঘটনা যাতে পরবর্তীতে না ঘটে সেজন্য সন্ত্রাসী ইমান আলীকে দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন তিনি।

এ বিষয়ে শাহিদুল ইসলাম বলেন পূর্ব শত্রুতার জের ধরে এই আক্রমণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন কেদারগঞ্জ বাজার থেকে ইমান আলী গ্রামে ফিরে তার গুন্ডাবাহিনী নিয়ে রাতের অন্ধকারে বাড়ি ঘরে আক্রমণ করেছে, ঘর থেকে স্বর্ণের অলংকার ছিনিয়ে নিয়েছে।

ঘটনা সম্পর্কে ইমান আলীর সাথে কথা বলে জানা যায় তাকেই প্রথম পরাগ গাইন মারতে শুরু করলে আত্ম রক্ষার্থে তিনিও পাল্টা আক্রমণ করেছেন।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উজ্জ্বল কুমার দত্ত বলেন,গত রবিবারের ঘটনায় মামলা পরিপ্রেক্ষিতে ২ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে মামলার অন্যান্য আসামীদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

আগাছানাশক বিষ প্রয়োগে পুড়েছে

দেড়শ বিঘা ধান

গাংনীর চিৎলা ভিত্তি পাট বীজ খামারের যুগ্ম পরিচালকের অদক্ষতায় আগাছা নাশক বিষ প্রয়োগ করে পুড়িয়ে মারা হয়েছে প্রায় দেড় শ বিঘা জমির ধান। এতে সরকার হারাচ্ছে প্রায় কোটি টাকা।

এ ব্যাপারে ওই খামারের যুগ্ম পরিচালক মোর্শেদুল ইসলাম এখন নিরবতা পালন করছেন।

গতকাল রবিবার সরেজমিনে চিৎলা ভিত্তি পাট বীজ খামারে দেখা গেছে বিস্তির্ণ ধানের মাঠ এখন সবুজের পরিবর্তে হলুদ হয়ে গেছে। পঁচে গেছে ধানের গোড়া। পুড়ে গেছে ধানের সব পাতা ও কান্ড।

জানা গেছে, চলতি মৌসুমে চিৎলা ভিত্তি পাট বীজ খামারে ১২০ একর জমিতে ব্রী ২১ ও ব্রী ৭২ উচ্চ ফলনশীল আউস ধানের চারা রোপন করা হয়েছে। ধান রোপনের পর ধানের জমিতে আগাছা বৃদ্ধি পেয়েছে। খামারের যুগ্ম পরিচালক মোর্শেদুল ইসলামের একান্ত কাছের লোক নাজিম উদ্দিন ধানের জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ করার জন্য কর্মরত শ্রমিকদের নির্দেশ দেন। নাজিম উদ্দিন নিজেই কীটনাশক বালতিতে ভরে শ্রমিকদের কাছে দেন। চলতি মাসের ২ তারিখে শ্রমিকরা ধানক্ষেতে কীটনাশক প্রয়োগ করেন। কীটনাশক প্রয়োগের কয়েক দিনের মধ্যেই ধানের চারা গাছ গুলো মরতে শুরু করে।

তবে কি ধরনের কীটনাশক ব্যবহার করা হয়েছে এ ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি কর্মরত শ্রমিকদের। জানা গেছে নিম্নমানের কীটনাশক ও সার, যুগ্ম পরিচালক মোর্শেদুল ইসলাম তার ব্যক্তিগত শ্রমিক নাজিম উদ্দিনের মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গার একটি দোকান থেকে নিয়ে আসেন। নিম্নমানের কোম্পানীর সার ও কীটনাশক ব্যবহার করায় এই খামারে দিন দিন কমেছে ফলন।

এই ব্যাপারে যুগ্ম পরিচালক মোরশেদুল ইসলামের সাথে কথা বলতে চাইলে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলা নিষেধ আছে বলে জানান তিনি। তিনি একাধিকবার বলেন, মন্ত্রী এবং আমার ডিপার্টমেন্ট সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেছেন।

খামারে কর্মরত শ্রমিক সর্দার আব্দুল মান্নান, বলছেন, ধানের জমিতে অনেক আগাছা জন্মেয়. তাই নাজিম উদ্দিন তাদেরকে কীটনাশক প্রয়োগ করতে বলেন। সেই কীটনাশক ব্যবহার করার ফলে জমির ধান গাছ নষ্ট হয়ে

গেছে। জমিতে কতটুকু কীটনাশক দিতে হবে নাজিম উদ্দীন আমাদের বলে দিয়েছেন। সেমতে জমিতে কীটনাশক স্প্রে করা হয়েছে।

মাস্টার রোলের শ্রমিক জাহাঙ্গীর আলম বলেন, আমাদের যুগ্ম পরিচালক স্যারের লোক নাজিম উদ্দীন কীটনাশক পানির সাথে মিশিয়ে দেন। আমরা তার নির্দেশমত জমিতে স্প্রে করি।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক শ্রমিক জানান, জমির ধান মরে যাওয়া শুরু হলে ওই কীটনাশকের বোতলের আলামত নষ্ট করার জন্য তড়িঘড়ি করে নাজিম উদ্দিন বোতলগুলো পুড়িয়ে ফেলেন। তাদের মতে, যুগ্ম পরিচালক মোর্শেদুল ইসলামের একান্ত কাছের লোক নাজিম উদ্দিনের দেওয়া নিম্নমানের কীটনাশকের থাবায় মাঠের পর মাঠের এই ধান পুড়ে গেছে।

শ্রমিকরা অভিযোগ করেন, নাজিম উদ্দিনের অনুমতি ব্যতীত কোন কাজ করতে পারেন না শ্রমিক ও খামারের উপসহকারী কর্মকর্তারা (ডিএডি)।

নাজিমুদ্দিন এই খামারের যুগ্ম পরিচালকের ভাব নিয়ে কাজ করেন। এই ক্ষমতার উৎস যুগ্ম পরিচালক মোরশেদুল ইসলাম বলে জানান শ্রমিকরা।

খামারের যুগ্ম পরিচালক বা সহকারি যুগ্ম পরিচালক নয়, এখন ফার্মের সকল কার্যক্রম চলছে যুগ্ম পরিচালকের একান্ত কাছের লোক শ্রমিক নাজিম উদ্দীনের নির্দেশে।

এঘটনায় সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে সাংবাদিক দেখে যুগ্ম পরিচালকের একান্ত কাছের লোক নাজিম উদ্দিন লুকিয়ে পড়েন।
অভিযোগ উঠেছে, যুগ্ম পরিচালক মোর্শেদুল ইসলাম এই ফার্মে যোগদানের পর থেকেই তার অদক্ষতায় প্রতিবারই লোকসান গুনছে এই প্রতিষ্ঠানটি।

এদিকে কীটনাশকের বোতল সংগ্রহ করে গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইমরান হোসেনের কাছে নিলে তিনি বলেন, এগুলো আগাছা নাশক কীটনাশক। এসব মানের কীটনাশক জমিতে বেশি ব্যবহার করলে ধান গাছের গোড়ায় ধীরে ধীরে পচন ধরবে। মরে যাবে ধানের ক্ষেত।

এ বিষয়ে ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হননি চিৎলা ফার্মের যুগ্ম পরিচালক মোর্শেদুল ইসলাম।

মেহেরপুরে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে সনাতন ধর্মবিশ্বাসীদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার (৭ জুলাই) বিকাল পাঁচটার দিকে সনাতনী রীতি অনুযায়ী এ রথযাত্রা শুরু হয়। মেহেরপুর শহরের হরিসভা মন্দিরের সামনে থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে রথযাত্রাটি একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা এ সময় শ্রী জগন্নাথ দেবের জয় গান করেন। শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বয়সের ধর্মানুসারীরা রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। এর পূর্বে মন্দিরে পূজা-আর্চনা আয়োজন করা হয়।

রথযাত্রা শেষে অনুসারীদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মুজিবনগরে প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা পুরস্কার বিতরণ

মুজিবনগরে উপজেলা পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৪ ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার (৭ জুলাই) বিকালে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা শিক্ষা অফিসের আয়োজনে, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ মাঠে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা পর্যায়ে ইউনিয়ন ভিত্তিক খেলায় বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ টুর্নামেন্টে মহাজনপুর ইউনিয়ন চ্যাম্পিয়ন গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বাগোয়ান ইউনিয়ন চ্যাম্পিয়ন আনন্দবাস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মধ্যে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

ফাইনাল খেলায় আনন্দবাস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ২ শূন্য গোলে গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কে পরাজিত করে উপজেলা চ্যাম্পিয়ন জেলা পর্যায়ে খেলার গৌরব অর্জন করে।

বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ টুর্নামেন্টের খেলায় সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন আনন্দবাস সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাফিউল ইসলাম এবং সর্বোচ্চ গোল দাতা নির্বাচিত হয়েছেন সাদিকুল ইসলাম।

অপরদিকে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা গোল্ডকাপ টুর্নামেন্টে ইউনিয়ন চ্যাম্পিয়ন গৌরি নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মোনাখালী ইউনিয়ন চ্যাম্পিয়ন ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনাল খেলায় ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১-০ গোলে গৌরিনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত করে উপজেলা চ্যাম্পিয়ন জেলা পর্যায়ে খেলার গৌরব অর্জন করে । বঙ্গমাতা খেলায় সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর রিয়া খাতুন এবং সর্বোচ্চ গোলদাতা নির্বাচিত হয়েছেন সুমাইয়া-তাসনিম মারিয়া।

বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ টুর্নামেন্টে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম সভাপতিত্বে, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খেলাটি উপভোগ ও পুরস্কার বিতরণ করেন।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খেলাটি উপভোগ করেন, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ উজ্জল কুমার দত্ত, সহকারী কমিশনার ভুমি নাজমুস সাদাত রত্ন, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ আলাউদ্দীন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদ হাসান রাজিব, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান তকলিমা খাতুন।

এছাড়াও উপজেলা পরিষদের অফিসারবৃন্দ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, ডাক্তার, সাংবাদিকসহ উৎসুক দর্শক উপস্থিত থেকে বঙ্গবন্ধু বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের খেলা উপভোগ করেন।

গাংনীতে গোসল করতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্টে নিথর হলেন বালি ব্যবসায়ী

গাংনীতে গোসল করতে গিয়ে প্রাণ হারালেন শাহিন আলম (৩৫) নামের এক বালি ব্যবসায়ী। বিদ্যুত চালিত মটরের সুইচ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মারা যান তিনি।

নিহত শাহিন আলম বাঁশবাড়ীয়া গ্রামের বাজারপাড়া এলাকার রেজাউল হকের ছেলে। গতকাল শনিবার সন্ধ্যার দিকে নিজ বাড়িতে বিদ্যুৎপৃষ্টের এই ঘটনা ঘটে।

পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে গাংনী পৌর সভার এক নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আলমগীর হোসেন জানান, শাহিন সারাদিনের কাজ সেরে নিজ বাড়িতে গোসল করার জন্য বিদ্যুৎ চালিত মটরে পানি নিতে যান। তিনি মটরের সুইচ দিতে গেলে বিদ্যুৎপৃষ্ট হন। পরে তাকে মূমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিলে, কর্তব্যরত চিকিৎসক আতিকুজ্জামান তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

চিকিৎসক আতিকুজ্জামান জানান, হাসপাতালে আসার আগেই শাহিন আলমের মৃত্যু হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে, কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পাম্পের তারের ত্রুটির কারণে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে তিনি মারা গেছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

গাংনীতে প্রেমিকার ছেলে কাস্তে দিয়ে কুপিয়ে জখম করলো যুবলীগ নেতাকে

গাংনীতে মায়ের পরোকীয় প্রেমিক গ্রাম যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম শফিকে (৫২) ধারালো কাস্তে (ধান কাটা অস্ত্র) দিয়ে কুপিয়ে জখম করেছে ছেলে। মারাত্বক জখম নিয়ে যুবলীগ নেতা শফিকুল এখন কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তার গলায় ৬১ টি, হাতে ১২টি ও শরীরের অন্য অংশে ১৫ টির অধিক সেলাই হয়েছে বলে পারিবারিকভাবে জানা গেছে।

ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া গ্রামের মধ্যপাড়া এলাকায় গতকাল শুক্রবার (৬ জুলাই) দিবাগত রাত ২ টার দিকে।

আহত শফিকুল ইসলাম গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া গ্রামের মধ্যপাড়া এলাকার মোকাদ্দেস আলী মহুরার ছেলে। সে হিজলবাড়িয়া গ্রাম যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক।

জানা গেছে, শফিকুল ইসলাম একই পাড়ার মামা সম্পর্কের দিন মজুর কৃষক সাবাজুল ইসলামের বাড়িতে ওঠাবসা করেন। এই সুযোগে ওই কৃষকের স্ত্রীর সাথে পরোকীয়ায় লিপ্ত হন শফিকুল। পরোকীয়া প্রেমের জের ধরে গতরাত দেড় টার দিকে শফিকুল ইসলাম সাবজুলের বাড়িতে যান। চুপি চুপি মামী সম্পর্কের প্রেমিকার ঘরে ওঠেন তিনি। এসময় সাবজুল ইসলামের ছেলে ফিরোজ দেখে ফেলেন। রাতে তার মায়ের ঘরে উঠতে দেখে ফিরোজ ধারালো দেশীয় অস্ত্র কাস্তে নিয়ে বাড়ির প্রধান দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় থাকেন। কিছুক্ষণ পর তার মায়ের ঘর থেকে শফিকুল পালিয়ে যাওয়ার সময় ফিরোজ তাকে জাপটে ধরে। এসময় দুজনের মধ্যে ধস্তা ধস্তি হয়। এক পর্যায়ে ফিরোজকে জোর করে ফেলে পালানোর সময় ফিরোজের হাতে থাকা কাস্তে তার গলায়, হাতে ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে কুপিয়ে জখম করে। এতে শফিকুলের গলায়, হাতে ও বুকসহ বিভিন্ন স্থানে মারাত্বক জখম হয়।

ফিরোজ জানান, মায়ের সাথে শফিকুল ইসলাম দীর্ঘদিন পরোকীয়া প্রেম করে আমি গ্রামের মানুষের মুখ থেকে শুনি। আমি বলেছিলাম আমি এসব বিশ্বাস করিনি। যেদিন আমার সামনে তারা পড়বে, সেদিন বিচার করবো। গতরাতে আমি আমার মায়ের পাশের রুমে সুয়ে আছি। ওই সময় জেগে ছিলাম।

শফিকুলকে আমার মায়ের ঘরে উঠতে দেখে। বাড়ির প্রধান গেটে (বাঁশের র্যালিং দিয়ে তৈরী) কাস্তে হাতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সে মায়ের ঘর থেকে নেমে আস্তে আস্তে পালিয়ে গেটের সামনে আসা মাত্রই আমি তাকে জাপটে ধরি। সে আমাকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে ধস্তা ধস্তি হয়। এক পর্যায়ে হাতে থাকা কাস্তে দিয়ে তাকে কুপিয়ে জখম করি।

তিনি আরও বলেন, মায়ের সাথে এই ঘটনাটি গ্রামের মানুষের মুখে মুখে। আমি তাদের পরিবারের লোকজনকে বিষয়টি একাধিকবার জানিয়েছি। শফিকুলকে আমাদের বাড়িতে না আসতে বারবার নিষেধ করেছি। তারপরেও সে শোনেনি। গ্রামের লোকজনও তাকে বারবার নিষেধ করেছেন। তারপরও সে নিষেধ শোনেনি।

এদিকে ওই নারী দাবি করেন, আমার কাছে না আসার জন্য আমি প্রায় এক বছর যাবৎ তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। তারপরেও সে আমাকে বিভিন্নভাবে কু প্রস্তাব দিয়ে আসছে। গতরাতে আমি আমার স্বামীকে পাশে নিয়ে ঘুমিয়ে আছি। এই সুযোগে সে জোরপূর্বক আমার কাছে এসেছে। আমি এখন তার বিচার চাই।

এদিকে শফিকুল ইসলামের পিতা মোকাদ্দেস আলী মহুরি ও বোন রহিদা খাতুন শফিকুল ইসলামের পক্ষে সাফাই গেয়ে বলেন, ওই নারী চরিত্রহীন। আমার ছেলেকে মোবাইল ফোনে ডেকেছে, আমার ছেলে তার কাছে গেছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এলাকার একাধিক নারী ও গ্রামবাসি জানান, শফিকুলের বিরুদ্ধে নারী কেলেংকারির একাধিক অভিযোগ রয়েছে। সে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নারী কেলেংকারীর অভিযোগ রয়েছে। ভয়ে তার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলতে পারেনা। এদিকে ঘটনাটি জানাজানি হলে, এলাকার মানুষ শফিকুল ইসলামের বিচার দাবি করেছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম বলেন, রাতে ঘটনাটি শোনার পর পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে একটি মোবাইল ফোনসহ অন্যান্য আলামত উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে। শফিকুল ইসলাম বর্তমানে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এ ব্যাপারে কেউ অভিযোগ দেইনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আর কত বয়স হলে আব্দুর রব পাবে বয়স্ক ভাতা!

যাত্রাশিল্পী আব্দুর রব এখন বেকার, সম্পূর্ণ বেকার। বয়স্ক ভাতা পেতে সমাজ সেবায় আবেদন করেছিলেন বছর খানেক আগে। এখনও ভাতা পেতে তালিকায় নাম উঠেনি। ভাতা পাবার জন্য অনেকের দারস্থ হচ্ছেন।

আশির দশকের যাত্রামঞ্চের চূড়ামনি, মঞ্চমাতানো ডার্ক-হিরোর এখন আর কোনো কাজ নেই। পেশাদারি ও অ্যামেচার মঞ্চ যিনি এক সময় দাঁপিয়ে বেড়িয়েছেন, সেই তিনি-ই কোনো রঙ্গমঞ্চে পা দেবার শক্তি হারিয়েছেন। রোগশোকে হারিয়েছেন কর্মশক্তি। শহরের হোটেল বাজারের মৌসুমী টেইলার্সেও আর বসেন না। প্রয়াত স্ত্রী আর যাত্রার আলোকোজ্জ্বল রঙ্গমঞ্চ ও দর্শকদের ভালবাসার স্মৃতি তার বড় সম্বল। তার শরীরে বাসা বেঁধেছে বার্ধক্যজনিত রোগ। সেসব রোগের চিকিৎসার আর্থিক প্রয়োজনে তাকে স্বজনদের কাছে হাত পাততে হয়।

প্রতিদিন সকাল হলেই অসুস্থ শরীর নিয়ে লাঠিতে ভর করে শহরের পরিচিত স্বজনদের কাছে ছুটে যান। সেসব স্বজনদের দেয়া সহায়তায় ওষুধ কিনে থানা সড়কে মুখার্জি পাড়ার বাড়িতে ফেরেন। তিন সন্তানের পিতা রব। দুই ছেলে পৃথক। ছোট ছেলে তার সাথে। সেই ছেলে শহরের হোটেল বাজারে রাস্তার পাশে চা স্টলের উপর্জনে চলে চার সদস্যের সংসার চালাতে নুন আনতে পান্তা ফুরায়।

আব্দুর রব শহরের হোটেল বাজারে একটি ফার্মেসীর পাশে বসেছিলেন ওষুধ কেনার সহায়তা পেতে। কেমন আছেন জানতে চাইলে এই অভিনেতার চোখ দিয়ে পানি ঝরতে শুরু করে। এক সময় যাত্রামঞ্চেও চোখে পানি ঝরেছে। সে পানি কৃত্রিম। তিনি বলেন- “অভিনয় জীবনে সংসার, সমাজ, দেশের দুঃসাশনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছি। আজ নিজ জীবনের হিসাব মেলাবার চেষ্টা করছি হাত পেতে। জেলা সমাজসেবা অফিসে দুস্থ ভাতার জন্য এক বছর আগে আবেদন করেছিলাম। এখনও কোন সাড়া পা্ইনি।

জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বলেন- দুস্থ যাত্রাশিল্পী হিসেবে বার্ষিক সহায়তা করা হয়।
মেহেরপুরের যাত্রাশিল্পের পরম্পরায় এক অনিবার্য নাম আব্দুর রব।

যাত্রাশিল্পকে মেহেরপুরের সর্বস্তরের মানুষের কাছে জনপ্রিয় করতে কৈশোর থেকে কাজ করেছেন তিনি। বিরল এই অভিনেতা বহু পালায় নির্দেশক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। শারীরীক কারণে যাত্রার আসর ছেড়েছেন প্রায় দেড় দশক আগে, তারপরও যাত্রাশিল্পী হিসেবে তার নাম আজও এ জনপদের মানুষের মুখে মুখে ফেরে।

বিশ শতকের আশির দশক পর্যন্ত আব্দুর রব নিবিড়ভাবে কাজ করেছেন কখনও অভিনেতা ও পরিচালক হিসেবে, কখনও-বা যাত্রা সংগঠক হিসেবে। তিনি নিজগ্রাম ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার পাটিকাবাড়িতে একটি নাট্যসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। খ্যাতিমান অভিনেতারা সেই দলে অভিনয় করতেন।

আব্দুর রবের জন্ম ১৯৫২ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার পাটিকাবাড়ি গ্রামে। তার বাবার নাম আহসান নবী, মাতা ছুরাতন বিবি। ১৯৬৯ সালে তার পরিবার মেহেরপুর শহরের মুখার্জি পাড়ায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। জীবিকা হিসেবে বেছে নেন দর্জির কাজ। কৈশোর থেকেই তিনি সংস্কৃতিমনস্ক ও যাত্রামোদী। যাত্রাগানের আলোক-উজ্জ্বল রঙ্গমঞ্চ, সাজঘর, যাত্রাপালার অতিনাটকীয় সংলাপ আর অর্কেস্ট্রাদলের সুরমুর্ছনা তাকে মুগ্ধ, বিহবল ও আলোড়িত করত বেশি। যেখানেই যাত্রার আসর, সেখানেই তিনি বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে হাজির হতেন। একটি পয়সা দাও, কলংকিনি বধূ, এক মুঠো অন্ন চাই, ময়লা কাগজ, নাচমহল, কোহিনূর, অশ্রু দিয়ে লেখা, রক্তে রোয়া ধান, অচল পয়সা, অনুসন্ধান, দেবী সুলতানা প্রভৃতি যাত্রাপালায় অভিনয় করে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন।